দৈনিক
ভোরের কাগজ

তারিখ 19 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার তিন বছরেও পূর্ণতা পায়নি

॥ সিদ্দিকুর রহমান সুমন,সিলেট অফিস ॥

আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর সুদৃশ্য ভবন নির্মাণের প্রায় ৩ বছর পরও পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালু হয়নি সিলেট বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারের। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা থাকলেও পর্যাপ্ত লোকবলের অভাবে কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। নামে বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার হলেও এটি শুধুমাত্র সিলেট জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্যাটালগার পদটি শূন্য থাকায় অত্যাবশ্যকীয় ক্যাটালগিং সিস্টেম চালু হচ্ছে না। জানা যায়, দেশের ছয়টি বিভাগে জাতীয় গণগ্রন্থাগার নির্মাণের অংশ হিসাবে ২০০২ সালে সিলেট বিভাগীয় গ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। নগরীর রিকাবীবাজারে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত গ্রন্থাগার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ২০০৫ সালের ২ ডিসেম্বর। প্রায় ৪২ শতক জমির উপর ৪ তলা বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের পাশেই রয়েছে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজের দু'টি ছাত্রাবাস, সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা, দরগা মাদ্রাসা, মদন মোহন কলেজ ও ছাত্রাবাস, পুলিশ লাইন উচ্চ বিদ্যালয় এবং মেডিক্যাল স্টাফ কোয়ার্টার। প্রতিদিনই বইপ্রিয় লোকজন ভিড় করে গ্রন্থাগারে। জানা গেছে, সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের প্রায় ৪২ হাজার বই রয়েছে গণ গ্রন্থাগারটিতে। প্রতিদিন আটটি জাতীয় দৈনিক ও ১টি স্থানীয় দৈনিক এখানে রাখা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সাময়িকীও থাকছে। গ্রন্থাগার থেকে বাড়িতে বই নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলেও পাঠকরা প্রয়োজনীয় নোট নিতে পারেন। এখানে পাঠসামগ্রীগুলো আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত ডিওডিসিমেল ক্লাসিফিকেশন পদ্ধতিতে শ্রেণীকৃত এবং ম্যারলো আমেরিকান ক্যাটালগির রুলস-২ অনুযায়ী সজ্জিত। চার তলা ভবনের নীচতলায় একটি সুপরিসর সেমিনার কক্ষ, উপ-পরিচালকের কক্ষ, সাধারণ অফিস, কম্পিউটার কক্ষ, বই সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং স্টোর, দ্বিতীয় তলায় বড় পরিসরের সাধারণ পাঠকক্ষ, লাইব্রেরীয়ানের কক্ষ শিশু পাঠকক্ষ, স্টোর এবং তৃতীয় তলায় কেন্দ্রীয় রেফারেন্স পাঠকক্ষ, বিজ্ঞান পাঠ কক্ষ, এবং স্টোর রয়েছে। চতুর্থ তলায় আছে রেফারেন্স পাঠক কক্ষ, অডিও ভিজ্যুয়াল কক্ষ, গবেষণা কক্ষ ও বুক রেক। গ্রন্থাগারে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা দু'টি নামাজের স্থানও রয়েছে গ্রন্থাগারে মোট ৩৫টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি পদ রাজস্ব খাতে এবং বাকি ৩১টি পদই উন্নয়ন খাতে আওতায়। তবে উন্নয়ন খাতের পদগুলো রাজস্ব খাতে নেয়ার প্রক্রিয়া থাকলেও এখনও তা হয়নি। উন্নয়ন খাতের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা থাকার কথা থাকলেও তা নেই। লোকের অভাবে সেমিনার কক্ষটিও তালাবদ্ধ। বিজ্ঞান পাঠ কক্ষ এবং গবেষণা পাঠ কক্ষটিও চালু হচ্ছে না। গণগ্রন্থাগারে নিয়মিত যাতায়াতকারী কবি ফায়সাল আইয়ুব জানালেন, লোকবল নিয়োগ এবং অন্যান্য সুযোগের দ্বার খুলে দিলে গ্রন্থাগারটি পাঠক উপস্থিতিতে মুখরিত হবে। গ্রন্থাগারের ভূনিয়র লাইব্রেরীয়ান ইসমত আলী বললেন, মূলতঃ লোকবল সংকটের কারনে গ্রন্থাগারটি পূর্ণাঙ্গভাবে যাত্রা করতে পারছে না।

সিলেট